এতদিন পর্যন্ত রাত্যায় গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ইলিওরেন্স পেপারের হার্ড কপি সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। এবার থেকে তার জায়গায় সফট কপি সঙ্গে রাখলেও চলবে।

পিসি - ভাইপোর দূরত্ব ঘোচালো ইদের মঞ্চ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তৃণমূল শিবিরে ফের উজ্জ্বল অভিষেক। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অভিষেকের অনুপস্থিতি নিয়ে কিছুদিন ধরেই জল্পনার পারদ চড়ছিল। শুরুটা হয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেকেন্ড ইনিংসে, নতুন মন্ত্রিসভার শপথের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনেও অ্যাবসেন্ট। তৃণমূল নেত্রীর ভাইপো, দলের যুব সভাপতি কেন গরহাজির তা নিয়ে ভুর কুঁচকে যায় অনেকেরই। ব্যাখ্যা অবশ্য পরে দিয়েছিলেন অভিষেক। অসুস্থার। তৃণমূল সূত্রে খবর, নতুন মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজনকে জায়গা দেওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল অভিষেকের। কিন্তু তাতে আমল না দিয়েই মন্ত্রিসভা গড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর থেকে নিজেকে দল থেকে দূরে দূরে রাখছিলেন অভিষেক। ইদের মঞ্চ ঘুচিয়ে দিল সেই দূরত্বকে।

এই মুহূর্তে ২১ জুলাইয়ের গুরুভার অভিষেকর কাঁধে। তাঁর নেতৃত্বে যুব তৃণমূল, একুশের সমাবেশের আয়োজনের দায়িত্বে। এনিয়ে অভিষেক প্রথম জনসভা করবেন নয়ই জুলাই বসিরহাটে। ১১ জুলাই যুব তৃণমূলের শপথ অনুষ্ঠানের দিন থেকে। মাস খানেকের ওপর সেই রহস্য চললেও, তাতে ইতি পড়ল ইদের অনুষ্ঠানের মঞ্চে। মমতা সামনে টেনে নিলেন অভিষেককে। মাঝে কিছুদিন এ ছবি দেখা যায়নি। তবে ইদের দিনে ফের, পিসির পাশে ভাইপো। মমতা সাংগঠনিক বৈঠক।

তাতে শীর্ষ নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে একটু হলেও দেরি হয়ে গেল না কি? আপাতত অবশ্য এ সব ভাবনা বাদ দিয়ে একুসের লক্ষ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অভিষেক।

নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সময় এবং জটিলতা কমাতে আধার কার্ড তৈরির নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র। আধার তৈরিতে এবার থেকে পুরসভা বা পঞ্চায়েতকে আর যুক্ত করা হবে না। ঠিকানা ও পরিচয়পত্র দিলে স্থানীয় জনগণনা অফিসেই তৈরি হবে যাবে আধার কার্ড। আধার তৈরির কাজে প্রাইভেট এজেন্সিও সরাসরি নিয়োগ করবে কেন্দ্র।

আধার নিয়ে জটিলতার শেষ নেই। গ্যাসের ভর্তুকি হোক বা প্রভিডেন্ট ফান্ড, আধার আবশ্যিক করার পতেই হাটছে কেন্দ্র। কিন্তু সমস্যা বহু। আধার কার্ড পাননি, এখনও এমন নাগরিকের সংখ্যাটা কম নয়। নানা জটিলতায় এখনও আধার কার্ড পাননি বহু মানুষ। সময় এবং জটিলতা কাটাতে এবার নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার।

নতুন আধার কার্ড তৈরিতে পঞ্চায়েত বা পুরসভায় গিয়ে ছবি তোলানোর হ্যাপা শেষ। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নতুন আধার কার্ড তৈরিতে পুরসভা বা পঞ্চায়েতকে আর যুক্ত করা হবে না।

স্থানীয় জনগণনার অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন বাসিন্দারা। বাড়ির ঠিকানা ও পরিচয়পত্র দেখালেই আধার কার্ড করে দেবে জনগণনা অফিস। যে প্রত্যন্ত গ্রামে জনগণনার অফিস নেই সেখানে সরকারের তরফে ক্যাম্প করা হবে। প্রয়োজনে পঞ্চায়েতের সাহায্য অবশ্য নেওয়া হতে পারে। আধার কার্ড তৈরিতে আগের মতোই প্রাইভেট এজেন্সির সাহায্য নেওয়া হবে। তবে এই প্রাইভেট এজেন্সিগুলিকে এবার সরাসরি নিয়োগ করবে কেন্দ্র। নতুন আধার কার্ড তৈরিতে পঞ্চায়েত বা পুরসভায় গিয়ে ছবি তোলানোর হ্যাপা শেষ। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নতুন আধার কার্ড তৈরিতে পুরসভা বা পঞ্চায়েতকে আর যুক্ত করা হবে না।

বাঁকুড়ার পর ঝাড়গ্রামে এক দাঁতালকে ধরার নির্দেশ দিল রাজ্য বন্যপ্রাণী দফতর

ঝাড়গ্রামে চায়না হাতি ধরবে বন দপ্তর

এই সময়,ঝাড়গ্রাম: বাঁকুড়ার পর ঝাড়গ্রামে এক দাঁতালকে ধরার নির্দেশ দিলে রাজ্য বন্যপ্রাণ শাখা। ঝাড়গ্রামের গড়শালবনি এলাকার এই দলছুট হাতিটি অন্য হাতিদের চেয়ে তুলনায় খাটো মাপের ও সরু দাঁতের। মানুষ দেখলেই তেড়ে আসা এই হাতিটিকে স্থানীয় মানুষ 'চায়না হাতি' বলে ডাকেন। হাতিটির আক্রমণে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম বনবিভাগে ৩ জন ও খড়গপুর বনবিভাগে ১ জন অর্থাৎ মোট চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ এস হোলেইচ্চি বলেন, 'চায়না হাতিটিকে ধরার জন্য নির্দেশ এসেছে আমাদের কাছে। চায়নাকে ধরার জন্য বাঁকুড়া থেকে ৫টি কুনকি হাতিকে এখানে প্রথমে নিয়ে আসা হবে। তারপর চায়নাকে ধরার জন্য অভিযান চালানো হবে।' বাঁকুড়ার দুই ভুক্তা হাতিকে ধরা নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

চায়না হাতি

উইনচেস্টার.৪৫৮ রাইফেলের পর পর দু'টি গুলি মাথায় নিয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছিল বাঁকুড়ায় তাণ্ডব চালাতে থাকা জোড়া দাঁতালের বড়টি। তার আগে অন্তত সাতটি ঘুমপাড়ানি গুলি হজম করে ন'ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এই হাতি। যাঁর বুলেটে অন্তিম ঘনায় হাতিটির, রাজ্য সরকারের সেই নথিভুক্ত শিকারি রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের দাবি, বন দপ্তরের কাছে শেষ পর্যন্ত হাতিটিকে গুলি করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই ছিল না। বাঁকুড়া নর্থ ডিভিশনের জঙ্গলে দু'দিন ধরে অভিযান শেষ করে অবশেষে বাড়ি ফিরেছেন চন্দননগরের বাসিন্দা রাজকুমার।

তিনি জানালেন, বেশ কয়েক মাস ধরে বাঁকুড়ার জঙ্গলে তাণ্ডব চালাচ্ছিল একজোড়া পুরুষ হাতি। তিনি বলেন, 'এই হাতি দু'টির মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এই সম্পর্কের কারণেই ওরা দল ছাড়তে বাধ্য হয়। হাতিদের মধ্যে এমন ঘটনা বিরল নয়। দলত্যাগের পর ওদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা কাজ করতে থাকে। প্রধানত এরই বশবর্তী হয়ে হাতির ওই জোড়া বিনা প্ররোচনাতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর হামলা শুরু করে।' বন দপ্তর থেকে ওদের খ্যাপা হাতি বা 'রোগ এলিফ্যান্ট' হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে অজ্ঞান করে ওই হাতি দু'টিতে অন্য কোনও জঙ্গলে সরিয়ে দেওয়া। এই অভিযানে যদি মানুষের প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে ঘটনাস্থলেই গুলি করার নির্দেশ ছিল বলে শিকারি জানিয়েছেন।

হাতি দু'টির মধ্যে বড়টিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার অভিযান ফেরুয়ারিতে একবার করা হয়েছিল। কিন্তু সে বার হাতিটি লুকিয়ে পড়ায় সেই অভিযান সফল হয়নি। শিকারি জানিয়েছেন, 'বাঁকুড়ার ওই অঞ্চলে শাল গাছের ঘন জঙ্গলের জন্য ১০-১৫ মিটারের বেশি দূর দেখা খুবই কষ্টকর। এমন পরিস্থিতিতে অভিযান খুবই কষ্টকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।'

সোমবার পাঁচটি কুনকি হাতিকে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলি-সহ তিনটি দল রওনা দেয় হাতি দু'টির খোঁজে। কিন্তু সারা দিন ধরে ক্রমাগত এলাকা বদলে দুই হাতি যথেষ্ট নাজেহাল করে। একাধিকবার সার্চ পার্টিকে তাড়াও করে আসে দলছুট এই দু'জন। কোনও ক্রমে প্রাণে বাঁচেন শিকারিদের দলের দুই সদস্য গোরাচাঁদ মণ্ডল ও কামালউদ্দিন আহমেদ। এরই মধ্যে বড় চেহারার দাঁতালটিকে পর পর দু'বার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়। কিন্তু, কোনও বারই প্রায় দু' ইঞ্চি পুরু চামড়া ও তার নীচে ঘন চর্বির স্তর ভেদ করে জায়গামতো পৌঁছতে পারেনি ঘুমের ওষুধের ছুঁচ। তবে, ছোট হাতিটিকে দিনের শেষে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হয়। প্রথম দিনের অভিযানে এটাই সাফল্য বন দপ্তরের।

মঙ্গলবার পায়ের ছাপ দেখে বড় হাতিটিকে খুঁজে বের করার পর আরও তিন বার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয় হাতিটিকে লক্ষ করে। কিন্তু তার পরেও হাতিটির মধ্যে অবসাদের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন রাজকুমার। অগত্যা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাজ্য বন দপ্তরের তিন পদস্থ আধিকারিক সিদ্ধান্ত নেন, দাঁতালটিকে গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচটি কুনকি হাতিতে সওয়ার তিনটি ট্র্যাঙ্কুলাইজিং টিমও জানিয়ে দেয়, ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে প্রাথমিক ভাবে হাতিটিকে অজ্ঞান করা হলেও পরে কুনকি হাতি দিয়ে তাকে ভুলিয়ে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে।

'অন স্পট' শিকারের নির্দেশ পাওয়ার পর হাতিটিকে ফের খুঁজে বের করে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে তার মাথা লক্ষ করে পর পর দু'বার গুলি করেন রাজকুমার। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় হাতিটির। তবুও সাবধানতাবশত আরও একবার তার মাথায় গুলি করা হয়। রাজকুমারবাবু জানিয়েছেন, নিহত হাতিটির এক একটি দাঁত প্রায় চার ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। মাটি থেকে হাতির কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ন' ফুট আট ইঞ্চি। শুঁড়ের ডগা থেকে ল্যাজের শেষ পর্যন্ত হাতিটির দৈর্ঘ্য ছিল ২৫ ফুট। এর মধ্যে শুঁড়টির দৈর্ঘ্যই সাত ফুট। সরকারি নির্দেশে রাজকুমারের এটি তৃতীয় হাতি শিকার।

স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী দাঁতালটিকে গুলি করার বিষয়ে এশীয় হাতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্যা পার্বতী বরুয়ার সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি জানিয়েছেন, 'প্রধান উদ্দেশ্য থাকে হাতিকে ঘুম পাড়িয়ে অন্যত্র সরিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। কিন্তু, উপায় না-থাকলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের ১৯৭২ সালের আইনের ১১(১) (ক)ধারা অনুযায়ী 'খ্যাপা হাতির' তকমা ছাড়াই হাতিকে গুলি করার আইন রয়েছে।' পার্বতী জানিয়েছেন, 'মানুষের প্রাণরক্ষার স্বার্থেই এই আইন।'

প্যাক বিতর্কে মানস ভুঁইয়াকে নিয়ে হেস্তনেস্ত চাইছে কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্যাক বিতর্কে ক্রমশই ক্ষোভ়ানল মানস ভুঁইয়া। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পথেই হাঁটতে চলেছে কংগ্রেস। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকের বদলে শনিবার বসছে কংগ্রেসের বর্ধিত কমিটির বৈঠক। ফলে এই বৈঠকের গুরুত্ব কয়েকগুণ বেড়ে গেল। পরিষদীয় দলের বৈঠকে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেটুকু বাধা থাকত, বর্ধিত কমিটির বৈঠকে সেই বাধা থাকছে না। ফলে সবংয়ের বিধায়কের বিরুদ্ধে যে কঠোর সিদ্ধান্তই অপেক্ষা করছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। শনিবারের বৈঠকে থাকছেন সব প্রাক্তন সাংসদ। থাকবেন প্রাক্তন জেলা সভাপতিরাও। কংগ্রেসের সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরাও থাকবেন এই বৈঠকে। তবে তাঁর অনুগামীদের এই বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগ করেছেন মানস ভুঁইয়া। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে মানস ভুঁইঞার পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড় কংগ্রেস। সবংয়ের কংগ্রেস বিধায়ক যাতে প্যাক থেকে পদত্যাগ করেন, তার জন্য মানস ভুঁইঞাকে এসএমএস পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মানস তার জবাবে অধীর চৌধুরীকে মিটিং ডাকার নির্দেশ দেন। এই পরিস্থিতিতে এআইসিসি এর তরফেও মানস ভুঁইঞাকে পদত্যাগ করতে বলা হবে। কংগ্রেস নেতাদের তরফে মানসকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে, তিনি যেন মমতার ট্রাপে পা না দেন। কিন্তু এদিকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ছাড়াতে নারাজ মানস ভুঁইঞা। আগামী সপ্তাহে বসছে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক। অধীর চৌধুরী, সিপি জোশীরা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মানস ভুঁইঞা পদত্যাগে রাজি না হলে, তাঁকে সাসপেন্ডের মতো কঠিন সিদ্ধান্তের পথেও হাঁটতে পারে কংগ্রেস। কংগ্রেস বিধায়ক মানস ভুঁইঞা সহ তিন কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে জারি হল শ্রেফতারি পরোয়ানা। তালিকায় রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিকাশ ভুঁইঞা এবং সবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমল পন্ডাও। গত ৮ এপ্রিল সবংয়ের দুবরাজপুরে তৃণমূল নেতা জয়দেব পন্ডাকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। মানস ভুঁইঞা সহ মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। ১৪ জুন কংগ্রেস বিধায়কের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে মেদিনীপুর জেলা আদালত।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের আগে কৌশলে প্রিয়াঙ্কার নাম ঘোষণা করতে চলেছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি: আর দেরি নয়, কংগ্রেস এ বার উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী কৌশল ঘোষণা করে দেবে। প্রিয়াঙ্কার অভিষেক হলে তার ঘোষণাও হয়ে যাবে এবং তিনি ও রাহুল কোথায় কোথায় জনসভা করবেন, তার জানিয়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, আগামী ১০ জুলাইয়ের পর, খুব দেরি হলে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যেই এই ঘোষণাটা সেরে ফেলবেন উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বে থাকা গুলাম নবি আজাদ। ঘোষণা আগেই হয়ে যেত। কিন্তু গুলাম নবি বাংলাদেশে যাওয়ায় তা হতে পারছে না। তিনি ফেরার পর এই ঘোষণা হবে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার কথায়, রাজ্যের নির্বাচনী কমিটির প্রধানের নাম ঘোষণা হবে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নির্বাচনী সভার জায়গা ও দিনও জানিয়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বিজেপি, বিএসপি ও সমাজবাদী পার্টির থেকে প্রচারে পিছিয়ে পড়েছে। তাই আর দেরি করলে তাঁরা আরও পিছিয়ে যাবে। সে জন্যই এ বার ঘোষণাটা সেরে ফেলতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই প্রিয়াঙ্কা রাজনীতিতে আসবেন এবং উত্তরপ্রদেশজুড়ে প্রচার করবেন কি না, সেই সাসপেন্স কটিতে আর দিন কয়েক লাগবে। তবে কংগ্রেস নেতারা যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাতে গুলাম নবি একটা বড় ঘোষণা করতে চলেছেন। বড় ঘোষণার মানে তো প্রিয়াঙ্কার রাজনীতিতে প্রবেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রধান প্রচারকের দায়িত্ব পালন করা। তবে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস তাঁকে তুলে ধরবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

তবে কংগ্রেসের নেতারা একটা কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে তাঁদের প্রাক নির্বাচনী জোট বা সমঝোতা হচ্ছে না। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কিন্তু মায়াবতী রাজি হননি। তিনি দরকার হলে নির্বাচন পরবর্তী জোটে আগ্রহী। আসলে বহুজন নেত্রীর ধারণা, তিনি একার ক্ষমতাতেই উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসে যাবেন। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে একগুচ্ছ আসন সনিয়া গান্ধীর দলকে দিতে চান না। বরং সেখানে নিজে লড়ে দলের আসন আরও বাড়িয়ে নিতে চান। ফলে কংগ্রেস এখন অজিত সিং-এর লোকদল সহ ছোট দলগুলিকে পাশে পেতে চাইছে।

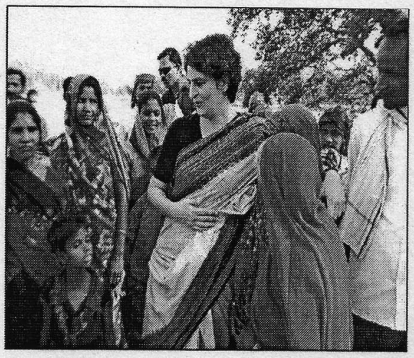

সনিয়ার নির্বাচনী কেন্দ্র রায়বেরিলিতে স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় সনিয়া-কন্যা

উত্তরপ্রদেশে এখন যে পরিস্থিতি, তাতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এলেও কংগ্রেসকে বাঁচাতে পারবেন কি? কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেই এ ব্যাপারে সংশয় আছে। তাঁরা বলছেন, প্রিয়াঙ্কা এলে শোরগোল প্রচুর হবে। তিনি যেখানেই যাবেন, যে জনসভায় ভাষণ দেবেন, সেখানেই টিভি ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রিয়াঙ্কা ভালো বক্তা। একেবারে ঘরের মেয়ের মতো তাঁর আচরণ। খুব সরলভাবে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দিতে পারেন। একেবারে সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন। তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর মিল নিয়ে মিডিয়াতে প্রচুর আলোচনাও হবে। তাতে প্রচারে কংগ্রেস রীতিমতো শুরুত্ব পাবে। কিন্তু তা দিয়ে ভোট আসবে কি?

কারণ, ভোট তো শুধু নেতা বা নেত্রীর জনপ্রিয়তায় আসে না। তার জন্য দলের সংগঠন লাগে। উত্তরপ্রদেশে সেই সংগঠন কংগ্রেসের আর নেই। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হতে হতে, ভাঙতে ভাঙতে কংগ্রেসের সংগঠনের অবস্থা খুবই খারাপ। সেই সংগঠন গড়ে তুলতে না পারলে দলের ভাল ফল করার কোনও আশাই নেই। প্রিয়াঙ্কা হয়তো কংগ্রেসের হয়ে ভিড় জমাতে পারবেন, জনতার কৌতূহল তৈরি করতে পারবেন, প্রশান্ত কিশোরের প্রচারের নয়া কৌশল ও চমক দিতে পারবেন। কিন্তু একেবারে বুথ স্তর থেকে কর্মী জোগাড় করে ভোটারদের কাছে পৌঁছনো, তাঁদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসার কাজটা করতে পারবেন না। ঠিক এই জায়গাতে অন্যদের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকবে কংগ্রেস।

তবে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এখন মূলত লড়বে, বিজেপিকে আটকাতে। কংগ্রেসের পরিকল্পনা, ব্রাহ্মণ ও সংখ্যালঘু ভোট পেয়ে যত বেশি সম্ভব আসন জেতা। মুলায়মের রাজ্যে ১১-১২% ব্রাহ্মণ আছে। বিজেপি-ও সেই ব্রাহ্মণ ভোট চায় বলে মহেন্দ্র পাঙ্কেকে মন্ত্রী করেছেন মোদী। কলরাজ মিশ্রও বাদ পড়েননি। এখন সেই ব্রাহ্মণ ভোটে কংগ্রেস কিছুটা নিজের দিকে নিতে পারলে বিজেপি-র অসুবিধা হবে। তবে এ সবই হচ্ছে খাতায় কলমে। বিজেপির সহজ অঙ্ক, উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে তরুণ ও যুবদের ভোট জোগাড় করা ও সম্ভব হলে মেরুকরণ করে হিন্দু ভোট সংগ্রহ। সেই আবহে প্রিয়াঙ্কা এলেও কি কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবেন?

ডাইনামিক আর্কিটেকচারস্ লি.

ক্রিয়া অফিস: ৪০৯, সেক্টোর সেন্টার, ৪এ, সেক্টোর ট্রিট, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) -৭০০ ০৯১ফোন:৩৩৫০-২২৫৪২৮৭৩

Website : www.dynamicarchistructures.com, Email:info@dynamicarchistructures.com, CIN - L45201WB1996PLC077451

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, দেবিকা সিনিং (ভূমির ৪৭%) (যেখানে ভূমির নির্দিষ্ট এবং চলমান) দ্বারা অনুমোদন করার কোম্পানির ২১১৪ তারিখের অসাধারণ ইলেকট্রনিক কোম্পানির চলন ইলেকট্রনিক ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে অবাধ্যতা নির্দিষ্ট এবং অনুমোদন করার ইলেকট্রনিক কোম্পানির সদস্যদের কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা যেখানে ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখ বেলা ১১.০০ মিনিট কোম্পানির অফিসের অধিনে অনুষ্ঠিত হবে। অবাধ্যতা মিশ্র এবং/অথবা নির্দিষ্টভাবে অফ ডিরেক্টরস কোম্পানি, অথেনটিক মিশ্র-প্রস্তাবনা নির্ধারিত, নির্দিষ্ট মিশ্র-প্রস্তাবনা এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের স্থান নির্ধারিত অফিসের ঠিকানায় বই জমা হবেঃ বিস্তারিত জানার জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং মিশ্র-প্রস্তাবনার ওয়েবসাইট www.bseindia.com.

ডাইনামিক আর্কিটেকচারস্ লি.-এর পক্ষে

ডাইনামিক আর্কিটেকচারস্ লি.-এর পক্ষে

ডাঃ সুমন্ত্র কুমার

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ৭ জুলাই, ৮, ২০১৬

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া লিঃ-এর একটি অমিনিরত্ন সংস্থা)

ই-টেণ্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

১। এরিয়ার নাম ঃ কুনোড়া এরিয়া, সিঙ্গিল বিভাগ

২। ই-টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইসিএল/সিএম/কেজে/সিই/ই-টেণ্ডার/এনআইটি/৫৫ তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০১৬

৩। কাজের নাম ঃ এমডিপি কলিয়ারির (১২ ইঞ্চিনি) ৪টি ব্লকের ১৬টি এনএইচএস (ডি/এস) এবং ১ টি ব্লকের ৮ টি ইউনিট এনএইচএস (ডি/এস) এবং ব্লক নং – ১১, ১২, ১৪, ১৬ এবং ৩১ এর মেরামত এবং সংরক্ষের কাজ।

৪। নিরূপিত মূল্য (পেটিন্স টাকায় মাত্র) ঃ ₹ ২১১৭৪৪.৪৮

৫। ডকুমেন্ট ডাউনলোড শুরু ও শেষ ঃ ১৪.০৭.২০১৬ এর বেলা ৫ টা থেকে ২৯.০৭.২০১৬ তারিখের বেলা ৫ টায়।

৬। ডকুমেন্ট জমা শুরু ও শেষ ঃ ১৪.০৭.২০১৬ এর বেলা ৫টা থেকে ২৯.০৭.২০১৬ তারিখের বেলা ৫ টায়। এফআর অনলাইনেই।

৭। বিড খোলার–১ এবং ২ খোলার তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০১৬ এর সকাল ১১ টায়।

আরও বিস্তারিত ও জমার জন্য দেখুন ঃ https://coalindiatenders.gov.in ও www.easterncoal.nic.in

"Dhalai Bemisal Chale Saalo Saal"

Strength Concrete Higher Strength

BURNPUR CEMENT

Corporate Office : "Cement House" Sarabpally Achalnagar, P.O. Asansol, Dist.: Burdwan (W.B.)
Ph. : (0341) 2256959/1/62, Fax : (0341) 2256944, e-mail: info@burnpurcement.com, web : www.burnpurcement.com
Ranchi Office : (0651) 2362374/5 Hb, Patna Office : 0612-2408240, Mobile : 9334832161
Kolkata Office : (033) 22123917